ইত্যচ্যুতাঙ্‌ঘ্রিং ভজতোঽনুবৃত্ত্যা ভক্তির্বিরক্তির্ভগবৎপ্রবোধঃ।
ভবন্তিবৈ ভাগবতস্য রাজংস্ততঃ পরাং শান্তিমুপৈতি সাক্ষাৎ ॥ ১১।২।৪১ ॥

পূর্ব্বোক্ত দুইটি শ্লোকে শ্রীধরস্বামীপাদকৃত ব্যাখ্যা যথা একান্তশরণাগত হইয়া শ্রীহরিভজনকারীমানবের শ্রীহরিতে প্রেমলক্ষণা ভক্তি, প্রেমাস্পদ-ভগবৎকৃপাস্ফূর্ত্তিরূপ পরেশানুভব, সেই স্ফূর্ত্তিতে সচিদানন্দ হওয়ায় ভগবদভিন্ন অন্যত্র গৃহাদিতে বিরক্তি এই তিনটি এককাল অর্থাৎ ভজন-সমকালেই হইয়া থাকে। যেমন ভোজনে প্রবৃত্ত জনের তুষ্টি অর্থাৎ সুখ, পুষ্টি অর্থাৎ উদরভরণ এবং ক্ষুধানিবৃত্তি --এই তিনটি প্রতি গ্রাসে গ্রাসে হইয়া থাকে। এটি উপলব্ধিমাত্র অর্থাৎ ভজনের অন্যান্য অনুষ্ঠানগুলিও ক্রমে প্রকাশ পাইয়া থাকে। প্রত্যেকটি অন্নকণাতেই যেমন তুষ্টি পুষ্টি হইয়া থাকে, ভজন সম্বন্ধেও সেইপ্রকার বুঝিতে হইবে। এইপ্রকার একটা অঙ্গ ভজন করিলে প্রেম, ভগবদানুভব এবং বিষয়-বৈরাগ্য --এই তিনটিই যদি জন্মে, তাহা হইলে যাঁহারা অনুকূল বৃত্তি অবলম্বনে শ্রীকৃষ্ণকে ভজন করিতেছেন, তাঁহাদের পরম প্রেমাদিও জন্মিয়া থাকে। যে জন বহু গ্রাস ভোজন করে, তাহার যেমন পরম তুষ্টি, পরম পুষ্টি এবং পরম ক্ষুধা নিবৃত্তি হইয়া থাকে, ভক্তি সম্বন্ধেও সেইপ্রকার বুঝিতে হইবে। তৎপর ভগবৎ কৃপায় কৃতার্থ হইয়া থাকে— ইহা "ইত্যচ্যুতাঙ্‌ঘ্রিং" ইত্যাদি শ্লোকে দেখানো হইতেছে। এই পর্য্যন্ত স্বামীপাদকৃত টীকার ব্যাখ্যা। শ্লোকার্থ এই যে শ্রীকৃষ্ণসুখানুকূলবৃত্তি অবলম্বনে শ্রীকৃষ্ণচরণভজনকারী ভাগবতের নিশ্চয়ই ভগবানে প্রেম, ভগবদনুভব ও বিষয়-বৈরাগ্য হইয়া থাকে, তৎপর ভগবৎকৃপায় পরাশান্তি অর্থাৎ কৃতার্থতালাভ করিয়া থাকে। সেই কৃতার্থতাও সাক্ষাৎ অর্থাৎ অব্যবধানে হইয়া থাকে। যেহেতু সেই ভাগবতের অন্তরে ও বাহিরে পরম-পুরুষার্থবস্তু ভগবৎপ্রেম ও ভগবদনুভব প্রকাশ পাইয়া থাকে। পূর্ব্ব পদ্যে অর্থাৎ "ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তি"—এই শ্লোকে প্রেম, গভবদনুভব ও বিষয়-বৈরাগ্যের সর্ব্বদা তুষ্টি, পুষ্টি এবং উদর ভরণের যথাক্রমেই দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা হইয়াছে। উত্তর অর্থাৎ পরশ্লোকেও "ইত্যচ্যুতাঙ্‌ঘ্রিং" পদ্যেও সেই ক্রমেই দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রেম ও সন্তুষ্টির সুখাংশে একরূপতা, পুষ্টি ও অনুভবের নিজ উদর ভরণের একরূপতা এবং ক্ষুধানিবৃত্তি ও বিরক্তির শান্তি অর্থাৎ নিবৃত্তি অংশে একরূপতা। যদ্যপি ভোজনকারীর অন্নেও বিতৃষ্ণা জন্মিয়া থাকে, ভগবদনুভবীর কিন্তু বিষয়ান্তরেই বৈরাগ্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই বৈধর্ম্য তথাপি অন্য বস্তুতে বিতৃষ্ণা—এই অংশেই দৃষ্টান্ত বুঝিতে হইবে। শ্রীকবিযোগীন্দ্র নিমি মহারাজকে বলিয়াছেন ॥ ৩৪০ ॥